শক্তিপূজা বা দুর্গাপূজা

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

''এইরূপে যখনই দানবরা বাধার সৃষ্টি করিবে তখনই আমি অবতীর্ণ হইব এবং দানব সংহার করিব।'' দ্রঃ 'চণ্ডী' ১১ অঃ ৫৫ শ্লোক।

যদা যদি হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥ - দ্রঃ গীতা

হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান হইবে তখনই আমি আবির্ভূত হইব এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইব।

শক্তিবাদ ভাষ্য। দানবের দুষ্কার্য্য এবং অত্যাচার হইবার সংগে সংগে মানবের অন্তরে একটা প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয় ইহাই মায়ের আবির্ভাব। সাধারণ মানবে এইরূপ শক্তির জাগরণ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু শক্তিমান, তেজস্বী ও বীরপুরুষে এই জাগরণ স্থায়ী হয়। তাঁহাদের নির্দেশে সঙ্ঘমূর্ত্তির মাধ্যমে মহাশক্তির সংগঠন হয় এবং দানবের বিনাশ হয়। ইহাই হিন্দুদের শক্তিপূজা বা দুর্গাপূজা।

ইজরাইলকে ধ্বংস করিবার জন্য সমস্ত আরবীয় যবনগণ একটা গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। এই বাহিনীতে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানগণ যোদ্ধাদান এবং অর্থদানে তৎপর হইয়াছে। ভারতের ম্লেচ্ছ পক্ষধারী হিন্দুগণও এই গেরিলা বাহিনীতে ধনজন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। C.P.I.M. নেতা জ্যোতি বসুও এই ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ভারতের ম্লেচ্ছ ধ্বংসের জন্য গেরিলা বাহিনী নেপাল রাজ্যের কোন অংশে গঠিত হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে। ইজরাইল ভালভাবেই জানে যে ভারতের হিন্দুরা তাহাদের পক্ষেই আছে।

শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা

খুব বাল্যকালের কথা - তখন আমার বয়স ১০ হইতে ১১-র মধ্যে। আমি আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন লক্ষ্মীকান্ত পালের বাড়ীতে রাত্রিতে শয়ন করিতাম। সেই বাড়ীতে এক বৈষ্ণবভক্ত বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন। আমি তাঁহাকে ঠাকুরমা ডাকিতাম। আমি নিত্য শেষ রাত্রিতে স্নান করিতাম। সেই মহিলাও সেই সময় নিত্য বাহিরে আসিতেন এবং তুলসীতলায় যাইয়া 'হরি ঠাকুর প্রীতে হরি হরি বল মন; হরি বোল বোল হরি' বলিয়া প্রণাম করিতেন। নিকটেই একটি মসজিদ হইতে শেষ রাত্রিতে ডাক নামাজ হইত। ঠাকুরমা সেই ধ্বনি শুনিয়া প্রায়ই বলিতেন 'এই ধ্বনি হিন্দুদের মনকে নিস্তেজ করিবে এবং হিন্দুদের অধঃপতনের কারণ হইবে।' কথাটা আমার মনে লাগিয়াছিল এবং ইহার প্রতিকারের কথাও আমি ভাবিতাম।

শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ নিজের শিষ্যগণকে বরাহ দন্ত মস্তকে চুলের মধ্যে ধারণ করিতে বলিলেন এবং 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহার পূর্বে শিখরা নামের শেষে ''দাস'' পদবী লিখিতেন।

দুর্গাপূজার মধ্যে অনেক রকম পূজার বিধি প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে অষ্টশক্তির পূজা খুবই প্রচলিত পূজার অঙ্গ। নৃসিংহ ও বরাহ তাহাদের মধ্যে দুইজন দেবতা। নৃসিংহ হইতে 'সিংহ' - বরাহ হইতে মস্তকে দন্ত ধারণ - এই দুইটি কথার প্রবর্ত্তন গুরু গোবিন্দ সিংহ করিয়া গিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরায় আমি জানিতে পারিলাম বরাহ ধ্বনি যদি হিন্দুরা শ্রবণ করে তাহা হইলে হিন্দুরা আবার বীর্যবান হইবে। এই ধ্বনি 'ডাক নামাজ' বাদী মুসলমানের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহারাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এসব কথা ভাবিয়াই আমি হিন্দুমাত্রকে (বনবাসী, গিরিবাসী - প্রাচীন, নবীন, অশ্বক্রান্তাবাসী, রথক্রান্তাবাসী) সকলকেই 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করিতে বলি এবং সেই সঙ্গে তাহারা মস্তকে বরাহ দন্ত ধারণ করিবে এবং বরাহ ধ্বনি শ্রবণ করিবে। ইহার ফলে 'ডাক নামাজ' বাদীরা নিস্তেজ হইবে এবং হিন্দুরা বীর্যবান হইবে। প্রত্যেক হিন্দু বল -

(১) জাতিভেদ মানি না এবং জাতিভেদ নাই।

(২) হিন্দুরা সিংহ হও।

কর্মভেদ নিশ্চয়ই কোন জাতিভেদ নহে। দ্রঃ - গীতা - চতুর্থ অধ্যায় - শ্লোক ১৩।

দুর্গামূর্ত্তি সব শ্রেণীর হিন্দুদের সংঘশক্তির প্রতীক। দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, নব পত্রিকা ও নীলকণ্ঠ শিবের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

লক্ষ্মী - ধনসম্পদ, খাদ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক।

সরস্বতী - জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষা, কলার প্রতীক।

কার্ত্তিক - যোদ্ধা যুব সঙ্ঘের প্রতীক।

গণেশ - গণশক্তি এবং বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে লাগিয়া থাকার মূর্ত্তি।

নবপত্রিকা - নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্যশস্য ও ফলফুলের প্রতীক।

নীলকণ্ঠ শিব - সিদ্ধ ও শক্তিধর গুরুর প্রতীক। সমুদ্র মন্থনে ইনি কণ্ঠে বিষ ধারণ করিয়া দেবতাদের রক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্গামায়ের দশহাতে ১১টি অস্ত্র রহিয়াছে।

(১) ত্রিশূল - সন্ন্যাসীদের অস্ত্র।

(২) খড়্গ - যুদ্ধরত সৈনিকের অস্ত্র।

(৩) চক্র - নারায়ণের অস্ত্র। নারায়ণ মানে নরশ্রেষ্ঠ বা সমাজকর্তা। চক্র অস্ত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা সূর্যরশ্মি হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। (দ্রঃ - কাম্যকবন অধ্যায়, মহাভারত)।

(৪) তীক্ষ্ণবাণ - সমস্ত বনবাসী হিন্দুদের অস্ত্র।

(৫) শক্তি - ইহা অ্যাটমিক অস্ত্র। পাশুপত, জৃম্ভন, চক্র, বজ্রবাণ, শক্তিশেল সবই এটমিক অস্ত্র।

(৬) খেটক - লাঠি বা গদা - ব্রহ্মচারীদের অস্ত্র। নরসিংহের হস্তে গদা দেখানো হইয়াছে। এক হস্তে অসুরের চুল ও অন্যহস্তে গদাদ্বারা মস্তকে প্রহার দেখান হইয়াছে।

(৭) পূর্ণচাপ - ধনুষ, গাণ্ডীব, হরধনু। ইহা বর্ত্তমানে সাঁওতালদের অস্ত্র। রামায়ণের যুগে ইহা রাম লক্ষ্মণের অস্ত্র ছিল।

(৮) পাশ - নাগপাশ। সাপুড়িয়া বা সর্প ব্যবসায়ীর অস্ত্র।

(৯) অংকুশ - হস্তীচালক মাহুতদের অস্ত্র।

(১০) ঘণ্টা - পুরোহিতের অস্ত্র।

(১১) পরশু - কুঠার - কাঠুরিয়াদের অস্ত্র।

হিন্দুদের মধ্যে নানা জাতির অস্ত্রগুলি দেবীর হস্তে রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিবাসী, বনবাসী, কাঠুরিয়া, সাঁওতাল, সাপুড়ে সকলেই দুর্গামূর্ত্তিতে সংঘবদ্ধ। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে মায়ের পূজায় জাতিভেদ নাই।

দুর্গাপূজায় অষ্টশক্তির পূজার মধ্যে মাত্র দুইটি শক্তির কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্যগুলি দুর্গাপূজা গ্রন্থে দেখুন।

মহাষ্টমীতে সন্ধিপূজাই সন্ধি প্রস্তাব এবং সন্ধিভঙ্গেই নবমীতে মহিষাসুর বধ।

শক্তিপূজায় দশ অবতার ও পঞ্চায়েত এর পূজা হয়। পঞ্চায়েত গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি।

গণেশ - বিচারক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক প্রভৃতি।

সূর্য্য - শিক্ষা, কলা, চিকিৎসা, প্রচার বিভাগ।

বিষ্ণু - শাসন, পুলিশ বিভাগ।

বিষ্ণুর তিনটি ভাগ - দৈবী বিষ্ণু - রাম ইত্যাদি।

আসুরিক বিষ্ণু - রাবণ ইত্যাদি।

অপুষ্ট বিষ্ণু - গুণ্ডাশাসক, যবন তোষক ও যবন।

শিব - নিম্ন - মুটে, মজুর ইত্যাদি।

শিব - উন্নত - ঋষি, যোগী ইত্যাদি।

বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে হঠযোগের অনুশীলন চলিয়াছে। ইহা শৈববাদের অনুশীলন।

শক্তি - অসুর উচ্ছেদের জন্য মিলিটারী বিভাগ। অসুরদেরও মিলিটারী বিভাগ রহিয়াছে। ইহা আসুরিক ও অপুষ্টকলার বিভাগ। আসুরিকরা জ্ঞান, যুক্তি ও মনুষ্যত্বকে মানে না।

দুর্গাপূজা বুঝিলে হিন্দুধর্মের সব কথাই বুঝা যায়।

এখন আমার বয়স ৮২ বৎসর। এই ৭০ বৎসরে হিন্দুদের যে অধঃপতন দেখিলাম উহার সীমা করা যায় না।

পাঞ্জাব যেখানে ভয়ংকর রক্তপাতের মধ্য দিয়া মুসলমানদের বিতাড়ন করিল, ইহা যে 'সিংহ' পদবী ধারণ ও বরাহ দন্তের প্রভাব ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু সমস্ত ভারতের হিন্দুরা এই ভয়ংকরদৃশ্য দেখিল কিন্তু কিছুই করিল না। এই অধঃপতিত হিন্দুদের শুধু সিংহ পদবী ধারণ ও বরাহ দন্ত ধারণই যথেষ্ট নহে। তাহাদের নিত্য মন্দিরে মন্দিরে বরাহধ্বনি শ্রবণ করিয়া আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য।

দুর্গাপূজায় দশঅবতারের পূজা

এই চার্টে বিষ্ণুর অবতারদের বিষয়ে বলা হইয়াছে। শক্তি পূজার বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে তন্ত্রের কলাবাদ সম্বন্ধে বুঝা প্রয়োজন। দুর্গাদেবী মহাশক্তিকে ''পরমাং কলাং'' বলা হইয়াছে। ১ কলায় উদ্ভিদ (গাছপালা), ২ কলায় স্বেদজ (কৃমিকীট), ৩ কলায় অণ্ডজ (পক্ষীআদি), ৪ কলায় জরায়ুজ (পশু ও মানব), ৪৷০ কলায় শুদ্র স্তরের মানব (ইহাদের সংখ্যা মানব সমাজে সর্বাধিক। এই জন্য Democracy হইতে শক্তিবাদ পঞ্চায়েতকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।) ৪৷৷০ কলায় বৈশ্য, ৪৷৷৷০ কলায় ক্ষত্রিয়, ৫ কলায় ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ, ৫ কলাই গণেশ স্তরের মানব। ইহা বিচার ও বিজ্ঞান বিভাগ। ৬ কলায় প্রেমকলা। ইহা শিক্ষা, চিকিৎসা ও কলা বিভাগ। ৭ কলায় শাসন বিভাগ, রাজা, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ইত্যাদি। ৮ কলায় ঋষি। ৯ হইতে ১৪ অবতার কলা। ১৫, ১৬ পূর্ণকলা। ''১৬ কলাই পরমাং কলা''।

(১) **মৎস্য অবতার** - নারায়ণ মৎস্যরূপে বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন। নারায়ণের ইহাই প্রথম অবতার রূপ। জলপ্লাবনে পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ প্লাবিত হইয়াছিল। নারায়ণ কি মীনরূপে বেদ রক্ষা করিয়াছিলেন? নাকি অসুররা বেদকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল? বর্তমান সময়কার যবনতোষক দিল্লীর M.P.গণ এবং প্রাদেশিক শাসকগণ দ্বারা অনুসৃত হিন্দু সভ্যতা ধ্বংসের একটা Underground দুষ্কার্যের ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। দিল্লীর M.P. এবং প্রাদেশিক শাসকগণ বেদের নাম তো দূরের কথা সংস্কৃত ভাষার নামটি পর্যন্ত ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বর্তমানে এই অসভ্যতার প্লাবনটা হিন্দুসভ্যতাকে নষ্ট করিবার Underground প্লাবন নয় কি? দেশ ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিলে তো তার পরেও আবার মুসলমান পোষা কেন? এই পোষণ যে অন্যায়ভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা সেটা এখন সকলেই বুঝিতে পারে। প্রথম নারায়ণের মৎস্য অবতারের ইহাই Underground রহস্য। জ্যোতিবাবু, ইন্দিরা ও মুসলমানেরা সব একই দলের লোক। নারায়ণের কৃপায় একথা হিন্দুদের জানিতে বেশীদিন লাগিবে না। কেবল বেদই প্লাবনে ডুবিয়া যায় নাই, দিল্লীর M.P.রা এবং প্রদেশের M.L.A.রা নির্দোষ সাধু সন্ন্যাসীগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৩০শে এপ্রিল (১৯৮২) কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকার ঘটনা ইহার সামান্য অংশ মাত্র। (১) ভারতকে ভাগ করিয়া পাকিস্থান করা (২) খণ্ডিত ভারতে বিজাতিবাদী মুসলমানগণকে সংখ্যালঘুর নামের আড়ালে ৪ বিবি ও ৭২ বিবির সমাদরে পোষা। (৩) এবং প্রতি পদে হিন্দুগণকে নির্য্যাতন করা এবং মিথ্যা ও কুশিক্ষা দান করিয়া ভারতের সর্বনাশ করা নিশ্চয় বেআইনি ও নীতিহীন কার্য্য।

(২) **কূর্ম্ম অবতার** - নারায়ণ কূর্ম্মরূপে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ ধারণ করিয়াছিলেন। এই অংশ যে পৃথিবীর পার্বত্য অংশ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহা হইলেও বৈদিক সভ্যতা প্লাবিত পৃথিবীর এক বিরাট অংশের প্লাবন দেখিয়া কূর্ম্মরূপী নারায়ণ চিন্তিত ছিলেন।

(৩) **বরাহ অবতার** - তাঁহার চিন্তার প্রভাবে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র জীব নির্গত হইলেন। নাসারন্ধ্র হইতে একটি জীব বাহির হইয়াই

শুকরের রূপ ধরিলেন। পরে তিনি আকাশে অতি দ্রুত ঘুরিতে লাগিলেন এবং শুকরের মতনই গর্জন করিতে লাগিলেন। এই গর্জন ধ্বনিতে মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্যলোক নিবাসী মুনি ঋষিগণ চমকিত হইলেন, তাঁহারা ধারণা করিলেন যে এই গর্জন ধ্বনি কোন বেদপুরুষেরই আবির্ভাব। তাঁহারা বেদ মন্ত্রে সেই নারায়ণ পুরুষের স্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই স্তুতিটি পাঠকগণ শ্রীমদ্ ভাগবতে দেখুন। ইহাই বরাহ অবতারের কথা। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসক ও প্রাদেশিক শাসকরা এবং জনসাধারণ নিশ্চয়ই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গৃহে C.P.M. বাদী ক্যাডারদের সংখ্যা মোটেই কম নহে। কিন্তু দশ পাঁচ জন ক্যাডারকেও এই দুষ্কার্য্য হইতে কোন আনন্দমার্গী সাধু সন্ন্যাসিনীদের রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই, এমন কি কং (ই)র ক্যাডারগণও দূরে সরিয়া ছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এই কার্য্যে কং (ই) সমর্থনপুষ্ট পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতার C.P.M. শাসকদের পূর্ণ সহযোগ এবং ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। এই কার্যের সময় কলিকাতার পুলিশ বিভাগ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। এটা সকলেই বুঝিতে পারে যে ইলেক্সনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন C.P.M. সরকার ও কং (ই)র ক্যাডাররা পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু জনতাকে ভয়ভীত করিবার জন্যই এরূপ একটা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করিয়াছে। এই ঘটনার পরও ''আনন্দ মার্গী'' সঙ্ঘগুরু বলিয়াছেন তাঁহাদের কোন শত্রু নাই। আমরা বলি তোমরা একবার মুসলমানদের হাতে ভালই মার খাইয়াছ, দ্বিতীয়বার মার খাইলে C.P.M. এবং কং (ই) দ্বারা। এখনও যদি শক্তিবাদ না বোঝ তবে আবার মার খাইবে। সর্ব্বধর্ম্মবাদ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, R.S.S., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইহারা ত পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে। শেষ আশা ভরষা তোমরাই ছিলে, তোমরাও মরিয়া গেলে। হিন্দু জনতার জানিয়া রাখা উচিত ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধী বামফ্রণ্টকে হারাইবার জন্য বাংলায় আসে নাই। তাহারা কন্যাকুমারীকে ধ্বংস করিবে, পশ্চিম বঙ্গকে ও আসামকে পূর্ব বঙ্গের হাতে দিবে, পাঞ্জাবকে পাকিস্থানের হাতে দিবে কাজেই বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় না থাকিলে ইন্দিরার এই দুর্লক্ষ্য সফল হয় কি ভাবে?

আমরা বলি ভারতের শাসনদণ্ড ইংল্যাণ্ডের রাণীমা নিজের হাতে গ্রহণ করুন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ পাকিস্থানে আশ্রয় না লয় ততদিন Military সাহায্য লইয়া কঠোরভাবে ভারত শাসন করুন। বিভক্ত ভারতে মুসলমানগণকে সংখ্যালঘু বা সর্বধর্মবাদের আড়ালে কিছুতেই পোষা যায় না। যতদিন এই পোষণ নীতি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারে থাকিবে ততদিব দুর্বলবাদী গান্ধীবাদ, কম্যুনিজম ও মুসলমান এক হইয়া ভারতের উপর অত্যাচার চালাইবে। এখানে বৈদিক সভ্যতা, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা ও শুদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী সর্বতোভাবে বিপদগ্রস্ত। এখানে দেখা যায় ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোকের নর নারীরা বা প্রেতাত্মাগণ বরাহগর্জনের প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই। ভূঃ - ৪।০ কলার শুদ্র। ভুবঃ - ৪॥০ কলার বৈশ্য। স্বঃ - ৪৷৷০ কলার ক্ষত্রিয়। ৫ কলা - ব্রাহ্মণ। ৫ কলাই মহৎ জগতের প্রভাব। হিন্দুসমাজে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শুদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়গণ সকলেই সত্যবাদী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু বরাহ অবতার কালে দেখা গেল শুদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় এবং নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণগণ দৈবীভাব ত্যাগ করিয়াছে। ইহারা ধন সম্পত্তি, যৌনভোগ ও ক্রোধের দুষ্কার্য্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহারা সত্যনিষ্ঠা, বীর্য্য ও বীরত্ব হারাইয়াছে। ভূঃ - জায়গাজমি টাকা পয়সা ইত্যাদি। ভুবঃ - মদ্য ও

যৌনলীলা। স্বঃ - ক্রোধজগতের এক বৃহৎ অংশের প্রভাবে হিন্দুরা স্পষ্টতঃ নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলেই যবনের দাস হইয়াছে।

শুকরের গর্জন ও শুকর অবতারের কীর্তন সৎ সাধুগণ সমাজে প্রচার করুন। হিন্দুসমাজ আবার জাগিবে। ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখগণকে বরাহদন্ত মস্তকে ধারণের (চিরুণী রূপে) উপদেশ দিয়াছিলেন। এখন হিন্দুমাত্রকেই নিত্য বরাহ গর্জনের ধ্বনি শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ইহার প্রভাবেই হিন্দু জনতায় বেদবাদ ধর্ম জাগ্রত হইবে।

(৪) **নৃসিংহ অবতার** - নারায়ণের চতুর্থ অবতার হইতেছেন নৃসিংহ। নারায়ণ ভক্তকে কিরূপ নির্য্যাতন এবং অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, ইহা আমরা দিল্লীর শাসনে MISA আইনে (নির্বিচারে আটক) দেখিয়াছি। সৎসাধুর উপর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া গত নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজয়ে ও তাহার পুত্র সঞ্জয়ের মৃত্যুতে লক্ষ্য করিয়াছি। হিরণ্যকশিপুর আসুরিক ও পাশবিক অত্যাচার প্রহ্লাদের উপর কিরূপ হইয়াছিল সেটা আমরা জানি। বর্তমানে হিরণ্যকশিপুর মতই সৎ সাধু সন্ন্যাসিনীদের উপর অত্যাচার তীব্রতর হইয়াছে। নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুর পেট চিরিয়া তাহাকে হত্যা করেন।

(৫) **বামন অবতার** - বামন অবতারের কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ইনি বলিরাজার আসুরিকতাকে দমন করিবার জন্য আবির্ভূত হন।

(৬) **পরশুরাম অবতার** - ক্ষত্রিয়গণ যখন অসুর বৃত্তি অবলম্বন করেন তখন নারায়ণ পরশুরাম অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া আসুরিক ক্ষত্রিয়গণকে দমন করেন।

(৭) **রাম অবতার** - রামায়ণে এই অবতারের কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

(৮) **কৃষ্ণ অবতার** - বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ অসুরনাশ করিয়াছেন।

দ্রঃ "বৈষ্ণবধর্ম ও শক্তিবাদ গ্রন্থ"। গীতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ উপদেশ গ্রন্থ। দ্রঃ শক্তিবাদভাষ্য গীতা।

(৯) **বুদ্ধ অবতার** - মানুষের সমাজকে অহিংসাবাদী নীতিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষের সমাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও সুখী করিতে যে ধর্ম্ম পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত উহাই বৌদ্ধধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মে অসুর ধ্বংসের অনুকূল কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকার জন্য ভারতে বৌদ্ধবাদের পতন হইয়াছিল।

(১০) **কল্কি অবতার** - ভারতে এখন কল্কি অবতারের যুগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। অহিংসাবাদী কংগ্রেস নাস্তিকবাদী কম্যুনিজম এবং মক্কাবাদী মুসলমান এই তিন মতবাদের সহযোগিতা ভারতবর্ষে চলিয়াছে। এই সহযোগিতাকে ধ্বংস করিবার জন্য কল্কি অবতারের কার্যধারা চলিতে থাকিবে।

ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।

ম্লেচ্ছসমূহ নিধনের জন্য অত্যন্ত করালরূপে কল্কিরূপী নারায়ণের আবির্ভাব হইবে। ইহার কার্য্য অত্যন্ত করাল বা ধ্বংসাত্মক হইবে। এই ধ্বংসকার্য্য ধূমকেতুর আবির্ভাবের মত বা তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর করালরূপ ধারণ করিবে।

১৯৮২ সনের মে মাসে (১৯-৫-৮২) পশ্চিমবঙ্গের ইলেকসন্ হইতেছে এক প্রহসন লীলা। নেহেরু বংশের এক নম্বর দুষ্কার্য্য হইতেছে ভারতভাগ, এবং পাকিস্থান করা। পাকিস্থানবাদী মুসলমানগণকে ভারতে পুষিয়া সম্পূর্ণ ভারতকে মুসলমান রাষ্ট্র করিবার একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। সেকুলারিজম ও সর্বধর্মবাদকে আশ্রয় করিয়া এই দুষ্কার্য্য চলিয়াছে। C.P.I. ও কংগ্রেস এই দুষ্কার্য্যের দুইটি শাখা। মুসলমানরা হইতেছে এই দুষ্কার্য্যের প্রধান ভিত্তি। এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ইলেক্সনের পূর্বেই বলা ও ছাপানো হইয়া শক্তিবাদী শিষ্যগণের হাতে দেওয়া হইয়াছে। অবতার পূজা রহস্যে সে সব দ্রষ্টব্য।

১৯৮১র ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের পূর্বেই আমি বারানসী হইতে ফিরিয়া কলিকাতার মঠে আসিলাম। এখনও জন্মোৎসবের (১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির) প্রায় ২৭-২৮ দিন বাকী আছে। চারিদিকেই শুনিতেছি স্কুলে স্কুলে পত্র আসিতেছে "ছোট ছোট ছাত্রগণকে সাবধান করুন, ছেলেধরারা তাহাদিগকে লইয়া যাইবে।" আতঙ্ক বিস্তারকারী ২, ১ জনকে প্রশ্ন করিলাম, এত ব্যাপকভাবে আতঙ্ক বিস্তার, এতে সরকারী বা বেসরকারী কোন তদন্ত বা প্রমাণ হইয়াছে কি? উত্তর ছিল "না"। এইরূপ মিথ্যা রটনায় আমি চিন্তিত হইলাম। বুঝিলাম এ সব পার্টিবাজ বদমাইসদের মিথ্যা রটনা এবং এর মধ্যে কোন ভয়াবহ মতলব রহিয়াছে। আমি শক্তিবাদ মতবাদের প্রবর্ত্তক। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসক ও প্রাদেশিক শাসকদের স্পষ্টনীতি হইতেছে খণ্ডিত ভারতের সমস্ত রাজশক্তি ভারতভাগকারী মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেওয়া এবং হিন্দুগণকে গোলামের জাত প্রস্তুত করা। ইহাদের স্পষ্ট নীতি হইতেছে হিন্দুগণকে মাথা তুলিতে দেওয়া হইবে না। বিরুদ্ধে যেই কথা বলিবে তাহাকেই নির্য্যাতন করিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মিথ্যা প্রচার, অর্থ ঘুষ এবং নির্য্যাতন, সর্বধর্মবাদ, আমেরিকার গুপ্তচর ইত্যাদি কথার মাধ্যমে চিৎকার ও কোলাহল উঠিতে থাকে। এপ্রিল (১৯৮২) আসিল কলিকাতার এক অংশে কসবা নামক স্থানে বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ধারে আনন্দমার্গী সাধু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের উপর হামলা, অত্যাচার নির্য্যাতন, আগুনে পোড়াইয়া মারা ও অন্যান্য অত্যাচারের আরম্ভ হয়। ১৯ জন সাধু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এই বর্বর অত্যাচারে হত হয়। নিকটেই দুইটি পুলিশ স্টেশন ছিল। ২৷৷০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ কোনই দায়িত্ব পালন করে নাই। কেহই নিকটে আসে নাই। ৩০শে এপ্রিল বালীগঞ্জ ও কসবা এলাকার এই বর্বর ও পাশবিক অত্যাচার মহাভারতে কৌরবদের দ্বারা অনুষ্ঠিত জতুগৃহ দাহের ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কৌরবদের এই দুষ্কার্য্য গোপনে করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কারণ রাজশক্তি তো তখন তাহাদেরই হাতে ছিল। দিল্লীর নেহেরু বংশীয় কংগ্রেসীদের দ্বারা হিন্দু নির্য্যাতনের এবং মুসলমানকে রাজপাটে বসাইবার ষড়যন্ত্র ঢাকিবার এত গোপনীয়তা কেন? আর ছেলেধরা অপবাদ দিয়া আনন্দমার্গী হত্যারই বা দরকার কি ছিল? রাজত্ব হাতে থাকিলে তো সব রকমের দুষ্কার্য্য ও সুকার্য্য সবই করা যায়। এতে বোঝা যায় মনোজগতে অন্যায়ের সংস্কার কৌরবদের মত সকলেরই আছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়া M.P. বেচাকেনা তো প্রকাশ্যেই চলিয়াছে। পার্লামেণ্টে বা Assembly-তে গিয়া এসব প্রহসনের দরকার কি? ভারতব্যাপী হিন্দু সংঘগুলিরই বা এরূপ অজ্ঞাত বাসেরই কি কারণ আছে? হিন্দু

সংঘ, হিন্দু নেতারা কি জানে না যে এটা হিন্দুর দেশ এবং হিন্দুর রাষ্ট্র? দেশ ভাগ হইবার পরও বিজাতীবাদী মুসলমানদের এ দেশে থাকিবার অধিকার নাই? জানিয়া রাখিও কৌরবদের দুষ্কার্য্য কালে জনতায় যে বিচার ও বিবেক জ্ঞান ছিল সেই বিচার ও বিবেক জ্ঞান ভারতবর্ষে এখনও দু-চারজনের আছে যাহা এসব কথাকে গোপন করিবার কোন প্রয়োজন মনে করে না। সমস্ত দৈব জগৎ এবং ঈশ্বরীয় জগৎ সেইসব তপস্বীদের পেছনে আছে। ভারতবর্ষে দশজন অবতারের আবির্ভাবের কথা কোন কাল্পনিক কথা নহে। ঈশ্বরীয় ও দৈবজগতের প্রেরণাতেই ইঁহারা আসিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতেও আসিবেন। তোমরা জানিয়া রাখিও ভোট-বাদ ও যুক্তিবাদের যুগ শেষ হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতে কল্কি অবতার আসিবার সব ব্যবস্থা কংগ্রেস এবং C.P.I. বাদীরা গড়িয়া তুলিতেছেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি শক্তিবাদ মঠে একটি পাখী আসিয়া উপস্থিত হয়। সে মঠের ধারে একটি বৃক্ষ শাখায় বসিয়া সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিত্য একমনে ও একটি ডালে বসিয়া ''হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জয়গুরু'' মন্ত্র জপ করিত। আমি জীবনে এরূপ একাসনে ও নিদ্রাহীন থাকিয়া জপতপস্যায় রত কোন মানব সাধক দেখি নাই। পাখিটির কণ্ঠধ্বনি অত্যন্ত মধুর আকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন ও তেজপূর্ণ ছিল। তাঁহার মন্ত্রধ্বনিতে আমি খুবই শান্তি ও তৃপ্তি পাইতাম। মনে হইত ভারতের উপর রাক্ষস ও অসুরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ দেখা দিবে। ভারতের ইতিহাসে পশুপক্ষীর মাধ্যমে ধর্মরক্ষা ও অসুর নাশের বহুকথা দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে কাক ভূষণ্ডীর কথা আছে। ইনি একটি পক্ষীরূপী তপস্বী ছিলেন। কানাডায় ও আমেরিকায় ঈগল পাখীর কাহিনী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাকভূষণ্ডীর কাহিনীর সঙ্গে ঈগল পাখীর জীবন কথার মিল আছে। এই ঈগল পাখী রেড ইণ্ডিয়ানদের আদি পুরুষ। ব্যাসের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ব্যাসকর্তৃক শাপ কালে যে বান্ত হয় (বান্ত = বমন) সেই বান্ত আহার করিয়া তিতিরী পাখীরা যে ধ্বনি করিয়াছিলেন উহা হইতেই ''কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ'' লিখিত হইয়াছিল। সীতার অপহরণকালে মহাবীর হনুমানই সীতা উদ্ধারের প্রধান নেতা ছিলেন। সীতা অপহরণকালে গড়ুর* পক্ষী রাবণের পুষ্পক রথ আক্রমণ করিয়া জীবন দান করেন। প্রলয়ের জল প্লাবনে বরাহরূপী অবতারের আবির্ভাব হয়। তাঁহার গর্জ্জনেই ঋষিগণের মনে বৈদিক সাহিত্যের স্ফূরণ হইয়াছিল। নৃসিংহ নারায়ণের নখ ও দন্তাঘাতেই হিরণ্যকশিপু নামক দানব হত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনীতেও পক্ষীরূপধারী কোন মুনি পুত্র পিঙ্গরাক্ষ বিরোধ (বিবাধ), সুপুত্র ও সুমুনের নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহারা তখন পিতৃশাপে পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের কোন কন্দরে অবস্থান করিতে ছিলেন। কথিত আছে - প্রসিদ্ধ বানভট্টের সময় ভারতে মহর্ষি চরকের সংহিতা লোপ পাইয়াছিল। তিনি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া প্রত্যেকটি বৈদ্যের বাড়ীতে যাইয়া হাঁক দিয়াছেন - ''কেন ভুক্, কেন ভুক্, কেমন ভুক্।'' কেবল মাত্র বানভট্ট উত্তর দিয়াছিলেন ''হিত ভুক্, মিত ভুক্, ঋত ভুক্।'' এই উত্তরে মহর্ষি চরক বলিলেন ''আজ আমি নিশ্চিন্ত যে আমার চরক সংহিতা ঠিক আছে।'' হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ - ইহা বিখ্যাত শক্তিমন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রথম ঋষি আমার আদি গুরু শিব, তাঁহার জয় এবং

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এখানে ''গড়ুর'' স্থলে ''জটায়ু'' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মহাশক্তির জয় সুনিশ্চিত। হিন্দুরা শক্তিবাদে এক হও এবং শক্তিবাদী পক্ষীর বাণী অনুসরণ কর। ভারত দুর্ব্বলবাদ অতিক্রম করিবে, ভারতের বুকে অসুরবাদ নিশ্চিহ্ন হইবে। দুর্বলবাদী অহিংসাবাদী এবং শুদ্রবাদী C.P.I. ভারতের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে আরও করিবে। পাখীটি দীর্ঘ ধ্বনিতে যাহা শুনাইয়াছেন সেটা বীজ মন্ত্র ও বীর্য সম্পন্ন গুরুরই জয়ধ্বনি। কঠিন হউক বা সহজ হউক এই পথে চলিতেই হইবে।

এখনও একটি দীর্ঘ রজনী, জাগিতে হইবে পথ গণি গণি
অনিমেষ চক্ষে পূর্ব গগনে দেখিতে অরুণোদয়।
তোমরা সকলে এসো মোর কাছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে।
আমার জীবনে লভিয়া জীবন,
জাগোরে সকল দেশ।

'আনন্দবাজার' পত্রিকায় (২২শে জুলাই ১৯৮২) গ্রীস দেশে সমাধি স্থানে প্রাপ্ত এক যোদ্ধার ব্রোঞ্জ নির্মিত সমাধি মূর্তির কথা প্রকাশ পাইয়াচে। প্রবাদ কথিত রাজা ইদিপাসের বাসভূমি বলে খ্যাত থিবস শহরের কেন্দ্রাঞ্চলে খনন চালাতে চালাতে এটি আবিষ্কৃত হয়। সমাধিটি সাড়ে তিনহাজার বছরের পুরানো। উহারই ভিতরে পাওয়া গেছে এক দীর্ঘকায় যোদ্ধার কঙ্কাল, যার উচ্চতা ছিল ছ'ফুটের উপর। এই দীর্ঘ কঙ্কালটির সঙ্গে একটি দীর্ঘ আকারের পিতল নির্মিত তরবারী ছিল। তাহার মস্তকে একটি শিরস্ত্রাণ ছিল। সেই শিরস্ত্রাণটি শুকরের চামড়ায় নির্মিত ছিল এবং শুকরের দাঁত দিয়ে শোভিত ছিল। যোদ্ধার সঙ্গে একটি বর্শাও ছিল। গ্রীকদেশের সংবাদপত্রে গতকাল এই সংবাদটি বাহির হইয়াছিল। থিবস, গ্রীস, ২২শে জুলাই ১৯৮২।

শক্তিবাদ ভাষ্য :- আমাদের অবতারদের মধ্যে বরাহ অবতার হচ্ছেন দ্বিতীয় অবতার। বরাহের দাঁত, চামড়া ও বরাহ গর্জ্জন বেদবাদ উদ্দীপক পবিত্র ধ্বনি। বরাহ গর্জ্জন দ্বারা মানুষের মনে বেদবাদের প্রভাব জাগ্রত হয়। ইহার প্রভাবে মানুষের তেজ, বীর্য্য, বীরত্ব জাগ্রত হয়, অসুর নাশের প্রেরণা স্পষ্ট হয়। অসুর মাত্রই বরাহ দর্শন ও গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না। যবন এবং অসুরগণ যে কোন স্থানে পিশাচ উপাসনাদি অনুষ্ঠান করে সে সব স্থানকে বরাহ ধ্বনি ও তাহার মল মূত্র স্পর্শে পবিত্র করিবে। নয়ত ইহা ভিন্ন ভারত বাঁচিবে না। ভারত ভাগের পর অসুর ও বিজাতী বাদীগণকে ভারত হইতে বহিষ্কার করিয়া তাহাদের দ্বারা পিশাচ উপাসনার স্থানগুলি তৎক্ষণাৎ পবিত্র করিয়া লওয়া কর্তব্য ছিল। কনষ্টিটিউসন আইনে ভারতভাগকারী অসুর বিজাতিবাদী মুসলমান গণের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ নাই। কিন্তু সংখ্যালঘুর নাম করিয়া যবনতোষণ ও অসুরতোষণ বেশ ব্যাপকভাবেই চলিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চপদে ও মন্ত্রীত্বপদে ৭, ৮ বিবিওয়ালা যবনের স্থান ভাল ভাবেই স্থান পাইয়াছে। কোন হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহার উপর পুলিশের উৎপীড়ন ভালই চলে।

দুর্গাপূজার স্নান মন্ত্রে 'বরাহ দন্ত মৃত্তিকায়াঃ কৌশিক্যৈ নমঃ' মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। শরীর পঞ্চকোষে প্রস্তুত একটি যন্ত্র বিশেষ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,

বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। শরীর মধ্যস্থিত এই পাঁচটি কোষ শক্তিশালী রাখিতে হয়। এজন্য বরাহ দন্তের মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া শরীর ও মনকে শক্তিশালী করিতে হয়। পঞ্চকোষের মধ্যে কোন কোষ দুর্বল থাকিলে সেই মানব জাতি ও সেই সমাজ দুর্বল হয়। তাহারা যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ থাকিতে চায় না। সেইজন্য বরাহ দন্ত ধারণ করা উচিৎ। যুদ্ধ করিতে ভয় পাইয়াই হিন্দু নেতারা ভারতভাগ করিয়া পাকিস্থান করিয়াছে। সেই সব নেতারা ভোটের লোভে বিজাতীবাদী ও পাকিস্থানবাদী যবনগণকে ভারতে পুষিয়া ভারতের সর্বনাশ করিতেছে। হিন্দুমাত্রকেই বরাহ শক্তির কথা ভাবিতে হইবে এবং ভারত হইতে বিজাতীবাদ ও অসুরবাদ বহিষ্কার করিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্কর কেবল নির্গুণ ব্রহ্মবাদীই ছিলেন না। তিনি অসংখ্য শক্তিবাদ পূজা প্রবর্তন করিয়াছেন ও অসুরনাশকারী অসংখ্য দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ দিয়াছেন। হিন্দুরা কেবল নির্গুণ ব্রহ্মবাদী সমাজ নহে তাহারা নিজের শরীর প্রাণ মন তথা পঞ্চ কোষকে শক্তিশালী করিবার চর্চা করিতেন এবং যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। যুবকরা শরীরস্থিত পঞ্চকোষকে সবল করিবার জন্য শক্তি সংঘ স্থাপন কর। বরাহস্তোত্র পাঠ কর; বরাহ গর্জনে বেদবাদী সমাজকে উদ্বুদ্ধ কর। যবন ও যবন তোষক নেতাগণকে সাবধান করিতে থাক। ভারতভাগকারী ৪ বিবি ও ৭২ বিবিবাদী গণকে পাকিস্থানে যাইতে বল। পাকিস্থানবাদীরা রাস্তা ঘাটে, হাটে বাজারে যেখানে সমবেত হইয়া পিশাচ উপাসনা করে সেইসব স্থানে শুকর গর্জনে ও শুকরের মল-মূত্রের প্রয়োগে শুদ্ধ কর। এই ভাবে সমস্ত পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হও। সংখ্যালঘুর নাম করে যেসব বদমাইস নেতারা বিজাতীবাদী অসুরদের তোষণ ও পোষণ করিতেছে তাদের উপর চরম অপমানের আঘাত হানিবার জন্য লক্ষ লক্ষ যুবক প্রস্তুত হও। আমার গুরুদেব তাঁহার দ্বারা লিখিত ''কাশীধাম'' গ্রন্থে নামাজ পড়িবার বাহানাতে একস্থানে বসিয়া পড়িয়াছে এবং নামাজ পড়িবার নামে বহু হিন্দু বাড়ী ও মন্দির দখলের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শাসনশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরা অনেক বাড়িঘর ও মন্দিরের কর্তৃত্ব হারাইয়াছে। এসব কারণে অনেক হিন্দুই মুসলমানগণকে বসিবার স্থানও দেয়না।

দক্ষিণ ভারতে মীনাক্ষী মন্দির হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মীনাক্ষীদেবীর স্তুতিতে মীনাক্ষীদেবীকে সাক্ষাৎ শক্তিরূপে পূজার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি আমেরিকায় মীনাক্ষীমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। আমাকে মীনাক্ষী মন্দির কমিটি সেখানে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহারা মীনাক্ষীদেবী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন। আমি মীনাক্ষীদেবীর স্তুতি আচার্য শঙ্কর লিখিত স্তোত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা ইংরাজী ও হিন্দীভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। অসুররা প্রাচীন যুগে বেদ্‌কে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মীন মৎস্য সেই বেদ গ্রন্থগুলি নিজের উদরে ধারণ করিয়াছিল। মীনের মতন অক্ষী শক্তি ধারণ করিয়া মহাশক্তি মহাদেবী বেদ রক্ষক হিন্দু জনতাকে অনিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতেছেন। এইজন্যই মহাশক্তি মীনাক্ষী। দুর্গাপূজার হবন মন্ত্রে এই কথারই প্রতিফলন রহিয়াছে। ''ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চনঃ, সশ্বস্ত্যিশ্বকঃ সুভদ্রিকাঃ কাম্পিল্য বাসিন্যৈ স্বাহা।''

হে মা, হে বিশ্বমাতা, হে অম্বালিকে, আপনি কল্যাণকারিণী কিন্তু যাহাদের মন শিশু ঘোড়ার মতন চঞ্চল তাহারা আপনাকে মানে না। আপনি ''স্বাহা'' মন্ত্রে আহুতি গ্রহণ করুন। এখানে বলা প্রয়োজন এখানে শিশু ঘোড়ার কথা আছে। ৬ কলার গান্ধীবাদীরা, ৫ কলার কম্যুনিজম এবং ৪৷৷০ কলার C.P.M বাদীরা নিশ্চয়ই ১৬ কলার ''শক্তিবাদ'' নীতি হইতে অনেক ছোট (শিশু)। এরা সকলেই ৭৷৷০ কলার মক্কাবাদের দাসানুদাস মাত্র। এই কথার সত্যতা ভারতের কেন্দ্রে ও প্রাদেশিক শাসনের নীতিতে প্রতিষ্ঠা পাইতেছে।

মানুষকে বীর হইতে হইবে। এজন্য নবগ্রহ স্টোন ধারণ করিতে হয়। মানুষের পঞ্চকোষের কোন কোষ দুর্বল থাকিলে তাহাকে বলা হয় নপুংসক; পাগল বা রিকেট রোগী ইত্যাদি। ইহাদের প্রতিকারের জন্য বরাহ দন্ত অনেকে ধারণ করেন। আমরা ১৬ কলার নেতা ও মতবাদ চাই। নয়তো গ্রহ পাথরই বল আর বরাহ দন্ত ধারণই বল সবই ব্যর্থ। আজ হিন্দুর দেশ খণ্ডিত এবং হিন্দু জাতি যবনের দাস ও নকল লীলায় মত্ত। ইহার প্রতিকারের জন্য শক্তিবাদের অনুশীলনে অনেককে মত দিতে হইবে। ভারতের দুইটা অংশ কাটিয়া গিয়াছে। সেখানে বেদবাদ ডুবিয়া গিয়াছে। আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে বরাহ দন্ত ধারণ করিতে বলি। বরাহ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বীরত্ব অর্জন করিতে বলি এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলি। কুষ্ঠীতে কাহারও শরীরের কোন অংশ দুর্বল থাকিলে তাহাতে নানা প্রকার মণিমুক্তা ধারণ করিয়া সবল হইবার বিধান আছে। শরীর যন্ত্রের মধ্যেও যদি কোন কোষ দুর্বল থাকে তাহাকেও বরাহ দন্ত ধারণে শক্তিমান হইতে বলি। ''বরাহরূপেন উগ্রেন হন্তং দৈত্যান্ কৃতোদ্দমে।'' ''বরাহপিণী দেবী রুদ্রংষ্ট্রোধৃত বসুন্ধরে।'' ''বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোস্তুতে।'' এতো দুর্গাপূজার অনেক মন্ত্রেই বিদ্যমান। ইংরেজকে বহিষ্কার করিবার জন্য পাকিস্থান করা হইয়াছে। যবনের ভোট লইয়া রাজ্য করিবার লোভে বিজাতীবাদীগণকে বহিষ্কার না করিয়া ভারতে পুষিয়া যে সর্বনাশ করা হইতেছে উহার প্রভাবেই ভারত ডুবিতে বসিয়াছে। বর্তমান ভারতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ বিষয়ে ভ্রান্ত প্রচার বৃদ্ধি এবং ইহার প্রভাবেই হিন্দু সমাজ ভয়ঙ্কর দুর্বল হইয়াছে। বেদান্ত বাদ হইতেছে detachment বাদের ভিত্তি। ইহাই সন্ন্যাস বাদের ভিত্তি। মূর্খকে সন্ন্যাসবাদের মহিমার কথা শুনাইলে সে কাপুরুষ এবং অসুর তোষক ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে? বর্তমান ভারতে শক্তিবাদ ধর্মের বিশেষ প্রচার প্রয়োজন। আচার্য্য শঙ্কর ইহাই বলিয়াছেন।

সংক্ষেপে শক্তিবাদ ধর্ম্ম

শক্তিবাদ গুরুপীঠ স্থাপনা করিবে। আসনের ঈশান কোণে পতাকা স্থাপনা করিবে। পতাকার মস্তকে গেরুয়া ঝাণ্ডা দিবে। ঝাণ্ডার নীচে মহাবীর হনুমানের মূর্তি সাজাইবে। ঝাণ্ডা ও চৌকির সংযোগস্থলে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী সুন্দর করিয়া সাজাইয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে কাঁচের বেড়া দিয়া রাখিবে। শক্তিবাদ উপাসনা এবং শক্তিবাদ আলোচনাই আসল ধর্ম। যাহারা ইহাকে কঠিন ধর্ম মনে করে তাহারা সংক্ষেপ শক্তিবাদ ক্ষণার বচন অনুসরণ করুন।

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া
তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া।
দুটি ছেলের জন্ম তিথি
অষ্টমী আর নবমী দুটি।
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট
এই নিয়ে কাল কাট।
তাও যদি না করতে পারিস
তো ভগার খালে ডুবে মরিস।

দ্রঃ সংক্ষেপ শক্তিবাদ ও গুরুপীঠের বিশেষ ব্যাখ্যা গুরুপীঠ স্থাপন গ্রন্থে দেখুন।